হিসাব সমীকরণ ও দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি

ইউনিট 3

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১ঃ হিসাব সমীকরণ
পাঠ ২ঃ হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব
পাঠ ৩ঃ দুই তরফা দাখিলার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
পাঠ ৪ঃ দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বই

ভূমিকা

কারবার প্রতিষ্ঠানে যে সকল লেনদেন সংগঠিত হয়, সমস্ত লেনদেনের দুইটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষকে দাতা এবং অপর পক্ষকে গ্রহীতা বলে। এর উপর ভিত্তি করে গ্রহীতাকে ডেবিট পক্ষে এবং দাতাকে ক্রেডিট পক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটাই মূলতঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি লেনদেন সঠিক ভাবে ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আর্থিক ফলাফল তৈরি করা হয়। লেনদেন গুলো লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আধুনিক হিসাববিজ্ঞান নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। হিসাববিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিষয় বস্তু গুলোকে বীজগণিতীয় সূত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেটাকে আমরা হিসাব সমীকরণ বলছি। হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে লেনদেন উপস্থাপন করলে, কোন উপাদানের উপর কতটুকু প্রভাব পড়ছে তা সঠিক ভাবে বুঝতে পারা যায়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৩.১ হিসাব সমীকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাব সমীকরণ কি তা জানতে পারবেন।
- হিসাব সমীকরণ এর উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	হিসাব সমীকরণ, সম্পত্তি, দায়, মুলধন, মালিকানা সত্ত্ব, ব্যয়, উত্তোলন, আয়, এক তরফা দাখিলা, দুই তরফা দাখিলা, ডেবিট, ক্রেডিট, জাবেদা, খতিয়ান, প্রাথমিক বই, ক্রয় বই, বিক্রয় বই, ক্রয় ফেরত বই, বিক্রয় ফেরত বই।

বিষয়বস্তু

হিসাব সমীকরণ কি ?

হিসাব বিজ্ঞানের কার্যক্রমকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা যায়। তাই হিসাব বিজ্ঞান এর মূল বিষয়বস্তু গুলোকে (অর্থাৎ সম্পত্তি, দায়, মুলধন) যখন বীজগণিতীয় চিহ্নের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত করে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে হিসাব সমীকরণ বলে। হিসাব সমীকরণটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কোন নির্দিষ্ট তারিখে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায় এবং মূলধনের সমষ্টির সমান।

হিসাব সমীকরণটি হলোঃ

A= L+O.E/P

এখানে,

A= Asset (সম্পদ)
L= Liabilities (দায়)
O.E= Owners Equity (মালিকানা স্বত্ত্ব/মূলধন)

হিসাব সমীকরণের মূল উপাদানগুলো হলো তিনটি (সম্পদ, দায়, ও মূলধন) প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সংঘটিত হলে সমীকরণে এই তিনটি উপাদানের উপর প্রভাব পড়ে। প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক আয়, ব্যয় এবং মালিক কর্তৃক উত্তোলন হলে মূলধনের উপর প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ আয় অর্জিত হলে মূলধন বেড়ে যায় এবং ব্যয়, উত্তোলনের জন্য মূলধন কমে যায়। লেনদেনের কারণে হিসাবসমীকরণে পরিবর্তন ঘটে।

পরিবর্তিত হিসাব সমীকরণটি হলো ঃ A= L+(C+R-E-D)

এখানে,

A= Assets (সম্পদ)
L= Liabilities (দায়)
C= Capital (মূলধন)
R= Revenue (আয়)
E= Expense (ব্যয়)
D= Drawing (উত্তোলন)

অর্থাৎ

A= L+C+R-E-D
A+E+D=L+C+R

সুতরাং, লেনদেন সংগঠিত হওয়ার ফলে সমীকরণের উপাদানগুলোর অভ্যন্তরে পরিবর্তন হলেও মৌলিক হিসাব সমীকরণে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না।

হিসাব সমীকরণের উপাদান

পূর্বে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, হিসাব সমীকরণের (A=L+O.E) মৌলিক উপাদান তিনটি। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলো -

১। **সম্পদ (Asset)**ঃ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে এবং অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য কোন বস্তু বা সেবা সমষ্টিকে সম্পদ বলে। যেমন আসবাব পত্র, যন্ত্রপাতি, ব্যাংক জমা, দেনাদার, মজুদপণ্য ইত্যাদি, এ সমস্ত সম্পত্তি গুলো দুই রকমের হয়ে থাকে। এক হলো স্বল্প মেয়াদী (এক বছরের জন্য) অন্য গুলো হলো দীর্ঘমেয়াদী।

২। **দায় (Liabilities)**ঃ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের অথবা বাহিরের পক্ষের যে দাবী থাকে তাকে দায় বলে। অর্থাৎ কোন কিছু গ্রহনের জন্য ভবিষ্যতে প্রদান করতে হবে উহা হল দায়, এই দায় দুই ধরনের হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী।

৩। **মূলধন / মালিকানা স্বত্ত্ব (Capital)**ঃ প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি হতে বর্হিদায় বিয়োগ করলে মালিকানা স্বত্ত্ব পাওয়া যায়। মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় এবং উত্তোলনের ফলে পরিবর্তন হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**হিসাব সমীকরণের উপাদান গুলো কি? কি? তা লিখুন।** **কোন কোন উপাদানের পরিবর্তনের কারণে মালিকানা সত্ত্ব পরিবর্তন হয়ে থাকে তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠানের সংগঠিত লেনদেন গুলো বীজগণিতীয় চিহ্নের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই হলো হিসাব সমীকরণ। হিসাব সমীকরণের মূল প্রতিপাদ্য হলো মোট সম্পত্তি, দায় ও মূলধনের যোগফলের সমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক হিসাব সমীকরণ কি ?

ক) A= L+P খ) A= L-P

গ) A+P = L ঘ) A = L-E

২। হিসাব সমীকরণ হলো -

ক) হিসাববিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর বীজগনীতিয় সম্পর্ক।

খ) হিসাববিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর পাটিগনীতিয় সম্পর্ক।

গ) হিসাববিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর জ্যামিতিক সম্পর্ক।

ঘ) হিসাববিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর ত্রিকোনমিতিক সম্পর্ক।

৩। হিসাবসমীকরণের মৌলিক উপাদান কয়টি ?

ক) ২ টি খ) ৩ টি

গ) ৪ টি ঘ) ৫ টি

৪। A = L+O.E এখানে O.E= ?

ক) দায় খ) মালিকানা স্বত্ত্ব

গ) সম্পদ ঘ) ব্যয়

৫। মালিকানা স্বত্ত বলতে বুঝায় -

ক) আন্ত ঃ দায় + বর্হিদ্বায় খ) সম্পদ = দায় + মূলধন

গ) সম্পদ -দায় ঘ) মোট সম্পদ - বর্হিদায়

পাঠ-৩.২ হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

প্রতিষ্ঠানের কোন ঘটনা যদি হিসাব সমীকরণের এক বা একাধিক উপাদানকে প্রভাবিত করে, তাহলে উক্ত ঘটনাকে লেনদেন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কোন ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে, হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রভাবিত করবে।

ক) একটি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে, অপর একটি সম্পদ কমবে।
খ) মোট সম্পদ বাড়লে, মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ত্ব বাড়বে।
গ) মোট সম্পদ কমলে, মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ত্ব কমবে।
ঘ) মালিকান স্বত্ত্ব কমলে, মোট দায় বাড়বে।
ঙ) মালিকানা স্বত্ত্ব বাড়লে, মোট দায় কমবে।

উদাহরণসহ হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব–

১। নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হল
এখানে মালিকানাসত্ত্ব ও সম্পত্তি উভয় বৃদ্ধি পেয়েছে

২। নগদে কলকব্জা ক্রয় ৫,০০০ টাকা
নগদ সম্পদ হ্রাস এবং কলকব্জা সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। বাড়ী ভাড়া বাবদ চেক প্রদান করা হল ৮০০০ টাকা
এখানে (ব্যাংক) সম্পদ হ্রাস ও মালিকানা স্বত্ত্ব হ্রাস পেয়েছে (যেহেতু বাড়ী ভাড়া প্রদান)

৪। প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হল ১২০০ টাকা
এখানে সম্পদ হ্রাস (নগদ) এবং দায় হ্রাস পেয়েছে।

৫। বাকীতে মাল ক্রয় ১৮,০০০ টাকা
এখানে দায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মালিকানা স্বত্ত্ব হ্রাস পেয়েছে। (কালান্তিক মজুদপণ্য হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী)

৬। বিনিয়োগের সুদ পাওয়া গেল ১,৫০০ টাকা
এখানে সম্পদ (নগদ) এবং মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে

৭। নগদে মাল বিক্রয় করা হল ১০,০০০ টাকা
এখানে সম্পদ (নগদ) এবং মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে

গাণিতিক সমস্যার উদাহরণঃ মিসেস অদ্বীতিয়া সি,এ কোর্স সম্পন্ন করে ২০১৪ সালের ১ জুন তারিখে একটি সি,এ. ফার্ম চালু করেন। জুন মাসে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংগঠিত হয় -

জুনঃ ০১: মূলধন বাবদ নগদ ৮০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন।
জুনঃ ০৪: ব্যাংক হিসাব খোলা হলো ৫,০০০ টাকা।
জুনঃ ০৬: ধারে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করেন ৩০,০০০ টাকা।
জুনঃ ১০: নগদে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হল ৩০,০০০ টাকা।
জুনঃ ১২: ব্যাংক হতে ঋন নেওয়া হলো ২০,০০০ টাকা।
জুনঃ ১৫: ধারে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হলো ১৫,০০০ টাকা
জুনঃ ২০: অফিসের কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হলো ১৫,০০০ টাকা

জুনঃ ২৫: ঘর ভাড়া বাবদ চেক প্রদান ২,০০০ টাকা।
জুনঃ ৩০: ধারে ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জাম এর মূল্য পরিশোধ ১৫,০০০ টাকা।

মিসেস অদ্বীতিয়ার
জুন: ২০১৪ এর লেনদেনগুলোর হিসাব বহি সমীকরণের উপাদানের উপর প্রভাব

তারিখ	হিসাব সমূহ	হিসাব সমীকরণের প্রভাব(A=L+OE)
০১/০৬/২০১৪	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব	A বৃদ্ধি O.E বৃদ্ধি
০৪/০৬/২০১৫	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব	A বৃদ্ধি A হ্রাস
০৬/০৬/২০১৪	অফিস সরঞ্জাম হিসাব প্রদেয় হিসাব	A বৃদ্ধি L বৃদ্ধি
১০/০৬/২০১৪	নগদান হিসাব নিরিক্ষা আয়/সেবা আয় হিসাব	A বৃদ্ধি O.E বৃদ্ধি
১২/০৬/২০১৪	নগদান হিসাব ব্যাংক ঋণ হিসাব	A বৃদ্ধি L বৃদ্ধি
১৫/০৬/২০১৪	প্রাপ্য হিসাব নিরীক্ষা আয় হিসাব	A বৃদ্ধি O.E বৃদ্ধি
২০/০৬/২০১৪	বেতন হিসাব নগদান হিসাব	OE হ্রাস A হ্রাস
২৫/০৬/২০১৪	ঘরভাড়া হিসাব ব্যাংক হিসাব	OE হ্রাস A হ্রাস
৩০/০৬/২০১৪	প্রদেয় হিসাব নগদান হিসাব	L হ্রাস A হ্রাস

সম্পদ					=	দায় + মূলধন			
তাং	নগদ	ব্যাংক	অফিস সরঞ্জাম	প্রাপ্য হিসাব	=	প্রদেয় হিসাব	ঋণ হিসাব	মূলধন	মন্তব্য
২০১৪ জুন ৪	৮০,০০০ (৫,০০০)	 ৫,০০০						৮০,০০০	মুলধন বাবদ বিনিয়োগ
৬	৭৫,০০০	৫,০০০	 ৩০,০০০			 ৩০,০০০		৮০,০০০	
১০	৭৫,০০০ ৩০,০০০	৫,০০০	৩০,০০০			৩০,০০০		৮০,০০০ ৩০,০০০	নগদ আয়

সম্পদ					=	দায় + মূলধন			
১২	১,০৫,০০০ ২০,০০০	৫,০০০	৩০,০০০			৩০,০০০	২০,০০০	১,১০,০০০	
১৫	১,২৫,০০০	৫,০০০	৩০,০০০	১৫,০০০		৩০,০০০	২০,০০০	১,১০,০০০ ১৫,০০০	ধারে আয়
২০	১,২৫,০০০ (১০,০০০)	৫,০০০	৩০,০০০	১৫,০০০		৩০,০০০	২০,০০০	১,২৫,০০০ (১০,০০০)	বেতন হিসাব বাবদ
২৫	১,১৫,০০০	৫,০০০ (২,০০০)	৩০,০০০	১৫,০০০		৩০,০০০	২০,০০০	১,১৫,০০০ (২,০০০)	ভাড়া হিসাব
৩০	১,১৫,০০০ (১৫,০০০)	৩,০০০	৩০,০০০	১৫,০০০		৩০,০০০ (১৫,০০০)	২০,০০০	১,১৩,০০০	
	১,০০,০০০	৩,০০০	৩০,০০০	১৫,০০০		১৫,০০০	২০,০০০	১,১৩,০০০	
		১,৪৮,০০০					১,৪৮,০০০		

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**১। আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৮,০০০ টাকা।** **২। বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদান করা হলো ২,০০০ টাকা।** **উপরোক্ত লেনদেন দুইটি হিসাব সমীকরণের কোন কোন উপাদানের উপর প্রভাব পড়ে তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

হিসাব সমীকরণটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কোন নির্দিষ্ট তারিখে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায় এবং মূলধনের সমষ্টির সমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লেনদেনে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে হিসাব সমীকরণে কি পরিবর্তন হবে ?

ক) A বৃদ্ধি পাবে খ) A হ্রাস পাবে

গ) L হ্রাস পাবে ঘ) L বৃদ্ধি পাবে

২। ব্যয় বৃদ্ধি পেলে A=L+O.E সমীকরণে কি রুপ পরিবর্তন ঘটবে ?

ক) L বৃদ্ধি পাবে খ) A বৃদ্ধি পাবে

গ) O.E হ্রাস পাবে ঘ) O.E বৃদ্ধি পাবে

৩। আয় বৃদ্ধি পেলে হিসাব সমীকরণে কি পরিবর্তন ঘটবে ?

ক) L বৃদ্ধি পাবে খ) O.E বৃদ্ধি পাবে

গ) A হ্রাস পাবে ঘ) O.E হ্রাস পাবে

৪। মালিকের ছেলের স্কুলের বেতন ১,৫০০ টাকা ব্যক্তিগত তহবিল হতে প্রদান উক্ত লেনদেনের মাধ্যমে হিসাব সমীকরণে কোন উপাদানের উপর প্রভাব পড়বে।

ক) A এর উপর খ) L এর উপর

গ) O.E এর উপর ঘ) কোনটির উপর নয়

৫। নগদ এ পণ্য বিক্রয় ১২,০০০ টাকা লেনদেনটি হিসাব সমীকরণের কোন উপাদান এ প্রভাব বাড়বে ?

ক) A এবং OE খ) L এবং OE

গ) A বৃদ্ধি ঘ) কোনটিই নয়

৬। মোট সম্পদ (A) বাড়লে -

i) মোট দায় বাড়বে।

ii) মালিকানা সত্ত বাড়বে

iii) দায় বাড়বে ।

(ক) i ও ii, (২) ii ও iii

(৩) iii ও i (৪) i ও ii ও iii

পাঠ-৩.৩ দুই তরফা দাখিলার সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দু-তরফা দাখিলা কি? জানতে পারবেন
- দু-তরফা দাখিলার বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন
- দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা জানতে পারবেন

বিষয়বস্তু

কারবার প্রতিষ্ঠানের যে সকল লেনদেন গুলো সংগঠিত হয়, সে সকল লেনদেন গুলো হিসাবের খাতায় দু ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সাধারণত দুটি পদ্ধতির নাম হলো -

১। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

২। দুইতরফা দাখিলা পদ্ধতি

এই পাঠে আপনাদের জন্য দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি আলোচনা করা হলো -দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হলো আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ও সয়ংসম্পুর্ণ পদ্ধতি। লেনদেন সংগঠিত হলে দুইটি পক্ষ পাওয়া যাবে। একটি পক্ষ কিছু গ্রহন করবে এবং অপর পক্ষ কিছু প্রদান করবে। যে পক্ষ সুবিধা গ্রহন করে তাকে গ্রহিতা বলে অর্থাৎ ডেটর এবং যে পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে তাকে দাতা বলে অর্থাৎ ক্রেডিটর। এটা সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ যে পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয় তাকেই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

ধরুণ, একটি প্রতিষ্ঠানে জনাব রহিম ১০,০০০ টাকার পন্য ক্রয় করেন জনাব রহমানের নিকট হতে। এখানে রহিম হচ্ছে সুবিধা গ্রহনকারী তাই ক্রয় হিসাব (রহিম-গ্রহীতা) হিসাব ডেবিট দিকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অপর পক্ষে জনাব রহমান হলো সুবিধা প্রদানকারী। তাই জনাব রহমান হিসাব ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি হিসাব ডেবিট এবং সমপরিমান টাকা দিয়ে অপর হিসাবটিকে ক্রেডিট করতে হবে। এটাই হলো দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি লেনদেনের সাথে জড়িত দুইটি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষ ডেবিট এবং অপর পক্ষটিকে সমপরিমান অর্থ দ্বারা ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করাকে দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলা হয়।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যঃ

আমরা পূর্বে দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতির সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উক্ত আলোচনা লক্ষ্য করলে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায় -

১। লেনদেনে দুটি পক্ষ জড়িত, একটি পক্ষ ডেবিট এবং অপর পক্ষ ক্রেডিট।
২। প্রতিটি ডেবিট হিসাব তার সমপরিমান অর্থ দ্বারা ক্রেডিট হিসাব সৃষ্টি করে।
৩। প্রতিটি লেনদেনে এক পক্ষ সুবিধা গ্রহন করবে এবং অপর পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে।
৪। লেনদেনের মূল্য আদান ও প্রদান এই দুই প্রক্রিয়াকে হিসাব বদ্ধ করে পূর্ণতা নিয়ে আসে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা

সারা বিশ্বে দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করছে। তাই এই পদ্ধতির সুবিধা ও অনেক রয়েছে। সুবিধাগুলো নিম্নে দেওয়া হল -

১। লেনদেনের পরিপুর্ণ হিসাবঃ

এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের সাথে জড়িত ডেবিট পক্ষ ও ক্রেডিট পক্ষ উভয়কে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে হিসাবের পরিপূর্ণতা আসে।

২। **গাণিতিক শুদ্ধতাঃ**
লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় যে টাকার অংক দ্বারা একটি হিসাব ডেবিট করা হয় ঠিক সমপরিমান অর্থ দ্বারা অপর হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। ফলে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা আনা সহজ হয়।

৩। **ফলাফল নির্ণয়ঃ**
হিসাব কাল শেষে প্রতিষ্ঠানের সঠিক লাভ লোকসানের হিসাব তৈরি করা হয়। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পক্ষের বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।

৪। **আর্থিক অবস্থান নিরুপনঃ**
শুধু লাভ লোকসান নয় সাথে আর্থিক অবস্থা নিরুপন করে প্রতিষ্ঠানের কি পরিমান সম্পদ রয়েছে তা জানা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি লেনদেনের সাথে জড়িত দুইটি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষ ডেবিট এবং অপর পক্ষটিকে সমপরিমান অর্থ দ্বারা ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করাকে দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দু'তরফা দাখিলা বলতে কি বুঝ?
(ক) লেনদেনের দ্বৈতসত্তা লিপিবদ্ধকরণ
(খ) প্রতিটি লেনদেনকে দুইবার লিপিবদ্ধ করা
(গ) দুই তারিখের লেনদেন একদিনে লিপিবদ্ধ করা
(ঘ) ডেবিট ও ক্রেডিট হিসাবকে দু'বার লিপিবদ্ধ করা।

২। দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি -
(i) আংশিক হিসাব পদ্ধতি (ii) বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি (iii) এক তরফা দাখিলার বিকল্প
(ক) i, ii (খ) ii, iii
(গ) iii, i (ঘ) i, ii, iii

৩। দু'তরফা দাখিলায় সুবিধা গ্রহণকারী হিসাবটিকে কি বলে?
(ক) আয় হিসাব (খ) ব্যয় হিসাব
(গ) ডেটর (ঘ) ক্রেডিটর

৪। দু'তরফা দাখিলায় সুবিধা প্রদানকারী হিসাবটিকে কি বলে?
(ক) আয় হিসাব (খ) ব্যয় হিসাব
(গ) ডেটর (ঘ) ক্রেডিটর

৫। দু'তরফা দাখিলায় মোট ডেবিট টাকা কিসের সমান হয়?
(ক) মোট ব্যয়ের সমান হবে (খ) মোট আয়ের সমান হবে
(গ) মোট সম্পদের সমান হবে (ঘ) মোট ক্রেডিটের সমান হবে

পাঠ-৩.৪ দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন
- উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কোন ধরনের হিসাবের বই তৈরি করা হয় তা জানতে পারবেন।

বিষয় বস্তু

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য প্রতিটি লেনদেন কে দ্বৈত সত্ত্বায় বিবেচনা করা হয়। তারপর এক পক্ষকে ডেবিট এবং অপর পক্ষকে ক্রেডিট করে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এটাকেই আমরা দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে থাকি। এই দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের বই সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে উক্ত বই সমুহ উল্লেখ করা হলো -

১। জাবেদা বা হিসাবের প্রাথমিক বইঃ

জাবেদা এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Journal এটি ফরাসি শব্দ Jour হতে এসেছে। Jour শব্দটির অর্থ হলো দিবস। প্রতিদিনের লেনদেন গুলো এই প্রাথমিক বইয়ে লেখা হয়। অনেকের কাছে এই বইকে সাহায্যকারী বই, মৌলিক বই ইত্যাদি নামে পরিচিত। লেনদেনের ধরণ ও প্রকৃত অনুযায়ী নিম্নে শ্রেনী বিন্যাস করে উল্লেখ করা হলো।

ক) **ক্রয় বইঃ**

কারবার প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ধারে ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন গুলো লেখার জন্য যে বই ব্যবহার করা হয় তাকে ক্রয় জাবেদা বই বলে। এখানে নগদে ক্রয়ের কোন লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় না।

খ) **ক্রয় ফেরত বইঃ**

ধারে ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠানো হলে ক্রয় ফেরত বইতে লেখা হয়। এটি বহি:ফেরত বই নামেও পরিচিত।

গ) **বিক্রয় বইঃ**

প্রতিষ্ঠানের ধারে পণ্য বিক্রয় করার পর যে বইতে লেনদেনটি লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় বই বলে।

ঘ) **বিক্রয় ফেরতঃ**

ধারে বিক্রয়কৃত পণ্য ক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় ফেরত বই বলে।

ঙ) **প্রদেয় নোটঃ**

বিক্রেতা বা পাওনাদারের অনুকুলে যে সব বিলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় তা যে বইতে লেখা হয় তাকে প্রদেয় নোট বলে।

চ) **প্রাপ্য নোটঃ**

দেনাদারগন এর নিকট হতে যে বিল পাওয়া যায় তা যে বইতে লেখা হয় তাকে প্রাপ্য নোট বলে।

ছ) **প্রকৃত জাবেদাঃ**

যে সকল লেনদেন উপরে উল্লেখিত কোন বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা যায় না সেগুলো প্রকৃত জাবেদা বইয়ে লেখা হয়।

জ) **নগদান বইঃ**

নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনগুলো যে বইয়ে লেখা হয় তাকে নগদান বই বলে। এখানে ধারে কোন লেনদেন লেখা হয় না।

২। **খতিয়ান বা পাকা বই**

হিসাবের যে বইতে কারবারের লেনদেন গুলোকে শ্রেনীবিন্যাস করে স্থায়ীভাবে লেখা হয় তাকে খতিয়ান বলে। এই বইকে হিসাবের পাকা বই বলা হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোন কোন হিসাবের বই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তা লিখুন।**

সারসংক্ষেপ:

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ক্রয় বই, বিক্রয় বই, প্রদেয় নোট, প্রাপ্য নোট, নগদান বই ও খতিয়ান হিসাবের অন্যান্য বইগুলো ডেবিট ও ক্রেডিট ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেন প্রথমে কোন বইতে লেখা হয় ?

ক) খতিয়ান খ) জাবেদা

গ) জমা -খরচে ঘ) আয় ব্যয়

২। ক্রয় বইতে কোন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধ হয় ?

ক) নগদ ক্রয় খ) ধারে ক্রয়

গ) নগদ ও ধারে ক্রয় ঘ) চেকের মাধ্যমে বিক্রয়

৩। বিক্রয় বইতে কোন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধ হয় ?

ক) নগদে বিক্রয় খ) ধারে বিক্রয়

গ) চেকের মাধ্যমে বিক্রয় ঘ) নগদে ও ধারে বিক্রয়

৪। কোন ধরনের বিলে পাওনাদার স্বীকৃতি প্রদান করে ?

ক) প্রদেয় নোট খ) প্রাপ্য নোট

গ) ব্যাংক নোট ঘ) বকেয়া বিল

৫। দেনাদারের কাছ থেকে -

i) প্রাপ্য নোট পাওয়া যায় ii) প্রাপ্য বিল পাওয়া যায় iii) প্রদেয় নোট পাওয়া যায়

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) iii ও i (ঘ) i ও ii ও iii

৬। কোন বইকে হিসাবের পাকা বই বলা হয় ?

ক) জাবেদা বইকে খ) নগদান বইকে

গ) খতিয়ান বইকে ঘ) ক্রয় বইকে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.১ :	১. ক	২. ক	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.২ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ক	৬. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৩ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩.৪ :	১. খ	২. খ	৩. খ	৪. ক	৫. ক	৬. গ